চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কে ডাকাতি

চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কের দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কাছে এক মোটরসাইকেল আরোহীকে গতিরোধ করে ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে।

৮ থেকে ১০ সদস্যের একটি সংঘবদ্ধ চক্র এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী। এ সময় তাঁর কাছ থেকে নগদ টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন লুট করা হয়।

ভুক্তভোগী জুনায়েদ আহমেদ (২২) দর্শনা থানাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি দামুড়হুদা মডেল থানার আওতাধীন লোকনাথপুর খেলার মাঠসংলগ্ন সৌদিয়ান রিসোর্টের ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত।

ভুক্তভোগীর ভাষ্য ও থানায় দায়ের করা এজাহার সূত্রে জানা যায়, বুধবার (১৪ অক্টোবর) নিজ কর্মস্থল থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন জুনায়েদ। পথে লোকনাথপুর ও দর্শনা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছালে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ৬ থেকে ৭ জন ব্যক্তি তাঁর পথরোধ করেন। এরপর তাঁকে মারধর করে সঙ্গে থাকা নগদ ৭৫ হাজার ২৩৫ টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন নিয়ে তাঁরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

লুট হওয়া মোবাইল ফোন দুটির মধ্যে একটি আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্স, যার মূল্য ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যটি ভিভো ভি-২৯ মডেলের স্মার্টফোন, যার মূল্য ৪৫ হাজার টাকা বলে দাবি করা হয়েছে। এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্তদের পরনে ফুল প্যান্ট ও টি-শার্ট ছিল এবং তাঁদের মুখে মাস্ক পরা ছিল। তাঁদের একজনের হাতে ব্রেসলেট ছিল বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নিজেই দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) প্রভাস কুমার বসু জানান, ভুক্তভোগী বুধবার রাতে একটি এজাহার দায়ের করেছেন। মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

এদিকে, মহাসড়কে সন্ধ্যার পর এমন ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ায়

স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাঁদের দাবি, চুয়াডাঙ্গা- দর্শনা গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক ও ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কাছাকাছি এলাকায় এ ধরনের ঘটনা মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে। তাঁরা মহাসড়কে নিরাপত্তা জোরদার ও নিয়মিত নজরদারির দাবি জানান।

ভাঙ্গায় মহাসড়কে প্রাণহানি বাড়ছেই, ৮ মাসে নিহত ৫২

রাজধানী ঢাকার সঙ্গে পদ্মাসেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম প্রবেশদ্বার ফরিদপুরের ভাঙ্গা। এখানে গত ৮ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩ শতাধিক মানুষ। আর গত এক সপ্তাহে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ৮ জন।

দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে স্থানীয়রা বলছেন, এক্সপ্রেসওয়ে ও মহাসড়কে যানবাহনের বেপরোয়া গতি, বিভিন্ন স্থানে সরু সেতু বা কালভার্ট, থ্রি-হুইলার ও মোটরসাইকেলসহ ছোট যানবাহনের আধিক্য, ট্রাফিক আইন অমান্য এবং হাইওয়ে পুলিশের নজরদারির ঘাটতির কথা। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য ঢাকা থেকে ভাঙ্গা হয়ে বরিশাল ও খুলনা অভিমুখী মহাসড়কগুলো যেন ‘মৃত্যুফাঁদে’ পরিণত হয়েছে।

এদিকে হাইওয়ে পুলিশ বলছে, দুর্ঘটনা রোধ এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে তারা কাজ করছে।

স্থানীয়রা জানান, রাজধানী থেকে পদ্মাসেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার হাজার হাজার ছোট-বড় যানবাহন প্রতিদিন এ পথে চলাচল করছে। এ মহাসড়কে যাতায়াত ব্যবস্থা যতটা সুগম হয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রাণহানির সংখ্যা। তাদের মতে, সড়ক ভালো হওয়ায় যানবাহনের অতিরিক্ত গতি, কিশোর-তরুণদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো, মহাসড়কে অবৈধ থ্রি-হুইলারের বেপরোয়া চলাচল এবং ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের তথ্যমতে, চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৫ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩ জন, মার্চে ৫ জন, এপ্রিলে ৪ জন, মে মাসে ৯ জন,

জুনে ৮ জন, জুলাইয়ে ৬ জন এবং আগস্টে ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে আগস্ট মাসে। এ নিয়ে গত ৮ মাসে এ মহাসড়কে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৩০০ জনের বেশি মানুষ। এ ছাড়া গত এক সপ্তাহে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ৮ যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

এ মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রী রফিক মোল্লা বলেন, মহাসড়কে ট্রাফিক আইন অমান্য করে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো এবং উঠতি বয়সী কিশোর-তরুণদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর কারণে অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে।

বাসচালক সুমন শেখ বলেন, বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কসহ বিভিন্ন সড়ক প্রশস্ত হলেও ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার বাবনাতলা এলাকার সেতুসহ চারটি সেতু এখনো প্রশস্ত করা হয়নি। তাই এসব সরু সেতুতে ওঠার সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটছে। এ ছাড়া মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, মোটরসাইকেলসহ ছোট যানবাহনের চাপ বেশি থাকায় এটিও দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, সম্প্রতি বেপরোয়া গতির কারণে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বেড়েছে। উঠতি বয়সি কিশোর ও তরুণরা হেলমেট ছাড়া বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালানোর কারণে দুর্ঘটনা বেশি ঘটছে।

এ বিষয়ে ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভাঙ্গা সার্কেল) রেজওয়ান দিপু বলেন, দুর্ঘটনা রোধ ও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে জেলা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

মহাসড়কের বিভাজন দেয়ালে পাট শুকাচ্ছেন কৃষক

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রায় ৩০ কিলোমিটার অংশ চার লেনে উন্নীত করার কাজ শেষ হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে।

প্রসস্ত সড়ক, মাঝখানে সড়ক বিভাজন (ডিভাইডার) আর নতুন অবকাঠামোয় বদলে গেছে এ পথের চেহারা। তবে নতুন এই বিভাজনের দেয়াল এখন শুধু যানবাহনের গতিপথ আলাদা করছে না, কৃষকের পাট শুকানোর কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সড়কের বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে, কৃষকেরা ডিভাইডারের দেয়ালে পাটের আঁটি তুলে দিচ্ছেন। রোদে শুকানোর জন্য সড়কের পাশে ও বিভাজনের ওপর পাট মেলে রাখা হয়েছে। এতে একদিকে কৃষকের বাড়তি জায়গার প্রয়োজন মিটছে, অন্যদিকে ব্যস্ত মহাসড়কের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সড়কের পাশে পাট শুকাচ্ছিলেন গাংনীর এক পাটচাষি আবদুল কাদের। তিনি বলেন, পাট শুকানোর জায়গা পাওয়া এখন বড় সমস্যা।

বাড়ির উঠান ছোট, মাঠেও সব সময় জায়গা থাকে না। ডিভাইডারের দেয়ালে পাট দিলে রোদ ভালো লাগে, শুকাতেও সময় কম লাগে। তবে গাড়ি খুব দ্রুত চলে ঝুঁকি যে আছে, সেটাও বুঝি।

তার মতো অনেক কৃষকের কাছেই সড়কের বিভাজন যেন অস্থায়ী পাট শুকানোর মাচা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সড়ক ব্যবহারের নিয়মে এ ধরনের কাজে বিভাজন ব্যবহার করা কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

সড়কে পাট শুকানোকাজে যুক্ত এক শ্রমিক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমারা শ্রমিক। আমাদের যেখানে বলবে সেখানেই পাট মেলে শুকাবো।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, এই ডিভাইডার বানানো হয়েছে রাস্তার দুই পাশের যানবাহন আলাদা রাখার জন্য। এখন দেখছি অনেকে সেখানে পাট শুকাচ্ছেন। পাট শুকাতে গিয়ে কেউ যদি রাস্তার দিকে চলে আসেন বা কোনো পাট পড়ে যায়, তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি আরও বলেন, সড়কটি নতুন হওয়ায় এখন যানবাহনের গতি অনেক বেশি। তাই রাস্তার পাশে কোনো কিছু শুকানো বা রাখা ঠিক হবে না। কৃষকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকলে ভালো হয়।

স্থানীয় কৃষকেরা বলছেন, পাট উৎপাদনের পর শুকানো ও সংরক্ষণে গ্রামাঞ্চলে জায়গার সংকট দিন দিন বাড়ছে। ফলে সড়কের পাশে খোলা জায়গা, সেতুর রেলিং কিংবা ডিভাইডাঠ যেখানে একটু রোদ পাওয়া যায়, সেখানেই পাট শুকানোর চেষ্টা করেন তাঁরা।

তবে চার লেনের নতুন এই মহাসড়ককে কৃষিপণ্য শুকানোর জায়গা হিসেবে

ব্যবহার করা হলে সড়কের সৌন্দর্য ও নিরাপত্তা দুটিই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে পাটের আঁটি বা শুকানো পাট বাতাসে কিংবা অসাবধানতায় মূল সড়কে চলে এলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কটি এখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক। চার লেনে উন্নীত হওয়ার পর এ পথে যান চলাচল যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে যানবাহনের গতিও। তাই কৃষকের পাট শুকানোর প্রয়োজনের সঙ্গে সড়কের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি স্থানীয়দের।

কৃষকের পাট শুকানোর জায়গা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নিরাপদ সড়কও। নতুন চার লেনের সড়কের বিভাজন যেন সেই প্রয়োজনের অস্থায়ী সমাধান না হয়ে ভবিষ্যতের কোনো দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এখনই সে বিষয়ে নজর দেওয়ার সময়।

ঝিনাইদহে মহাসড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালত; ২০ যানবাহনকে জরিমানা

সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ঝিনাইদহে মহাসড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ২০টি যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে মোট ৮ হাজার ৪ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার বিকেলে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুপুর এলাকার ঝিনাইদহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আল-আমিন। এ সময় বিআরটিএ’র মোটরযান পরিদর্শক সোহাগ হোসাইন, বেঞ্চ সহকারী হারুন-অর রশিদ এবং পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া যানবাহন পরিচালনা, ফিটনেসবিহীন যানবাহন সড়কে চলাচল এবং বিকট শব্দের হাইড্রলিক হর্ন ব্যবহারের অভিযোগে ২০টি যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এসব অপরাধে মোট ৮ হাজার ৪ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। একই সঙ্গে কয়েকটি অবৈধ হাইড্রলিক হর্ন খুলে জব্দ করা হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আল-আমিন জানান, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে এবং জনদুর্ভোগ কমাতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।

ঝিনাইদহে বাস-ইজিবাইক শ্রমিকদের দ্বন্দ্বে মহাসড়কে ৩ ঘন্টা অবরোধ

ঝিনাইদহে বাস ও ইজিবাইক শ্রমিকদের পূর্ব বিরোধের জেরে ঝিনাইদহে মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা। শনিবার (১৩ জুন) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে বাস ও ইজিবাইক শ্রমিকরা।

বাস মালিকরা জানায়, মহাসড়কে থ্রিহুইলার চালচল সম্পূর্ণ নিষেধ থাকা সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে এ সড়কে থ্রিহুইলার চলাচল করছে এতে করে প্রায়সই ঘটছে সড়ক দূর্ঘটনা। এ কারণে মাঝে মধ্যে সংঘর্ষও হয় দুপক্ষের।

এছাড়াও ইজিবাইকে যাত্রি উঠানোর ফলে বাসে কমেছে যাত্রী এতেকরে বাস মালিকদের গুনতে হচ্ছে লোকশান। এরই সূত্রধরে আজ বাস শ্রমিকরা ইজিবাইক চলাচলে বাধা দিলে দুপক্ষের মধ্যে বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। তারই রেশ ধরে দুপক্ষ ঝিনাইদহ মহাসড়কে থ্রিহুইলার ও বাস আড়াআড়ি করে সড়কে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়।

এময় দুরপাল্লার বাস সহ আটকে পড়ে সকল প্রকার যানবাহন, ভোগান্তিতে পড়ে শতশত দুরপাল্লার যাত্রী, বিকসার যাত্রী ও পথচারিরা। পরে

প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌছে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় দুপক্ষের শ্রমিকরা।

ঝিনাইদহে মহাসড়কে অবৈধ যান চলাচলে হাইকোর্টে নিষেধাজ্ঞা

ঝিনাইদহে মহাসড়কে নছিমন, করিমন, আলমসাধু ও ব্যাটারিচালিত বিভিন্ন অবৈধ যানবাহনের চলাচল বন্ধে কঠোর অবস্থানে গেছে হাইওয়ে পুলিশ।

হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ঝিনাইদহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে এসব যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করে জরুরি ঘোষণা দিয়েছে আরাপপুর হাইওয়ে থানা। এ বিষয়ে মাইকিং করে এসব গাড়ি চালকদের সতর্ক করার ব্যবস্থাও গ্রহন করা হয়েছে।

ঘোষণায় বলা হয়েছে, ব্যাটারিচালিত নছিমন, করিমন, আলমসাধু, গ্রাম বাংলা,অটোটেম্পু ও ইজিবাইক চালকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অদ্য হতে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ-মাগুরা ও ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে এসব যানবাহন চলাচল করতে পারবে না।

আরও উল্লেখ করা হয়, মহাসড়কে অবৈধ যানবাহন চলাচল বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোনো যানবাহন চলাচল করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি যানবাহন জব্দ বা বাজেয়াপ্ত করা হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়,দীর্ঘদিন ধরেই এসব ধীরগতির ও ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন মহাসড়কে চলাচল করায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছিল। বিশেষ করে ব্যস্ত সড়কগুলোতে নছিমন-করিমন ও ইজিবাইকের কারণে প্রায়ই যানজট ও দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। এ অবস্থায় হাইওয়ে পুলিশের এমন উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সচেতন মহল।

আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি জাহানুর আলী বলেন,হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মহাসড়কে অবৈধ এসব যানবাহন চলাচল বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া

হচ্ছে। চালকদের সতর্ক করতে ইতোমধ্যে মাইকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবৈধ যান চলাচল বন্ধ করতে পারলে সড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যাও কমবে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহের দুই যুবক নিহত

ঝিনাইদহ থেকে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহের দুই যুবক নিহত হয়েছে এছাড়া আরও দুইজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (৯মে) সকাল ১১টার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় যাত্রীবাহী মারসা পরিবহণের দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের চাঁদ আলী বকসের ছেলে নাইমুর রহমান জিহাদ
(২১) ও একই উপজেলার পোতাহাটী গ্রামের আনোয়ার হোসেনের একমাত্র ছিলে নাঈম (২২)।

নিহত’র খবর নিশ্চিত করে সদর উপজেলার মধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন শনিবার বিকালে জানান, জিহাদ ও নাঈমসহ তারা ৮ জনের একটি গ্রুপ ঘুরতে কক্সবাজারে যায়। তাদের বহনকৃত যাত্রীবাহী বাসটি শনিবার (৯ মে) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের হোটেল ফোর সিজনের সামনে পৌছালে দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় তাদের আরো ৪ বন্ধু গুরুতর আহত হন বলেও ইউপি চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন জানান। নাঈম ছিল সদা হাস্যউজ্জল এক যুবক। তার আকস্মিক মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিশেষ করে নাঈম তার পিতার একমাত্র ছেলে ছিলেন। সদর উপজেলার বাজারগোপালপুর গ্রামের মহিদুল ইসলাম জানান, যুবক নাইমুর রহমান জিহাদ বিজিবির চাকরী করতেন।

চাকরীর বয়সও বেশি দিন হয়নি। চাকিরির ট্রেনিং পিরিয়ডে কষ্ট হওয়ায় জিহাদ চাকরী ছেড়ে বাড়ি চলে আসে। তার মৃত্যুতে পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানর ওসি আসাদুজ্জামান জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি নাইমুর রহমান জিহাদ ও নাঈম নামে দুই যুবকের মৃত্যুর তথ্য জানতে পেরেছেন। তাদের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোতাহাটী ও বাজারগোপালপুর গ্রামে।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে জায়গা পাচ্ছে ইটের সলিং!

দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়ক। যেখানে থাকার কথা মসৃণ পিচঢালা সড়ক, সেখানে দেখা যাচ্ছে ইটের সলিং। কোথাও পুরো রাস্তা জুড়ে, কোথাও আবার বড় বড় গর্ত ভরাটে ব্যবহার করা হয়েছে ইট। এতে একদিকে যেমন যানবাহনের গতি কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও জনদুর্ভোগ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছে, বরাদ্দ না থাকায় এটি সাময়িক ব্যবস্থা। তবে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে সড়কের মান ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের মোট ৪৭ কিলোমিটারের মধ্যে ঝিনাইদহ অংশে রয়েছে ২৪ কিলোমিটার। এই মহাসড়ক দিয়ে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের অন্তত ৩ হাজার যানবাহন চলাচল করে। মহাসড়কের অধিকাংশ জায়গা খানাখন্দে ভরা। আবার অনেক জায়গায় পিচ উঠে যাওয়ায় সেখানে ইটের সলিং তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শহরের আরাপপুর এলাকায় ৮০০ মিটার, ভাটইবাজারে ৬৫০ মিটার, গাড়াগঞ্জে ২০০ মিটার ও শেখপাড়া এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা ইটের সলিং দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তবে ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে অল্পদিনেই ইটের সলিং উঠে গেছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, ব্যস্ত মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে পিচ উঠে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় খানাখন্দ। এসব জায়গায় বালু ফেলে তার ওপর

ইট বিছিয়ে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী চলাচলের পথ। ভারী যানবাহন চলাচলে ইট সরে গিয়ে তৈরি হচ্ছে আবার নতুন গর্ত। ফলে ওই মহাসড়ক দিয়ে চলাচলরত যানবাহনকে বারবার গতি কমাতে হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে যানজটও। বিশেষ করে রাতের বেলায় ইটের উঁচুনিচু অংশ চোখে না পড়ায় ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা।

ওই মহাসড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী আবির আহমেদ নামের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বলেন, “আগে ঝিনাইদহের হামদহ থেকে ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় লাগত। এখন রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে এক থেকে দেড় ঘণ্টাও ক্যাম্পাসে পৌঁছাতে পারি না। অনেক সময় ক্লাস শুরু হয়ে যায়। গত দুই বছর ধরে আমাদের এমন ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।”

স্থানীয় গড়াই পরিবহনের চালক ওসমান আলী বলেন, “এমন মহাসড়ক এর আগে আমাদের দেখতে হয়নি। পিচঢালা সড়কে হঠাৎ ইটের সলিং থাকায় গাড়ির যন্ত্রাংশ দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। গাড়ি নিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলতে হয়, ব্রেক কষলেও পিছলে যায়। ফলে আমাদের খুব ধীরে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। এজন্য যাত্রাসময় বেড়ে যাচ্ছে। একই অবস্থা মাসের পর মাস ধরে, স্থায়ী মেরামতের দেখা মিলছে না।”

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, “মহাসড়কে ইটের সলিং কোনোভাবেই টেকসই বা নিরাপদ সমাধান নয়। ভারী যানবাহনের চাপ সহ্য করার মতো শক্তি ইটের স্তরে থাকে না। ফলে দ্রুত ক্ষয় হয় এবং সড়ক আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি সরকার বিগত সময়ে সড়ক-মহাসড়ক সংস্কারের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়ক সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্টরা।”

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান বলেন, “ওই সময়ে মহাসড়ক সংস্কারের জন্য আমাদের যথাযথ বরাদ্দ ছিল না। তাই মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে চলাচল সচল রাখতে সাময়িকভাবে ইটের সলিং দেওয়া হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “ইতোমধ্যে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের উন্নয়ন কাজের জন্য বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। বরাদ্দ পেলে শিগগিরই ঠিকাদার নিয়োগ করে সংস্কারকাজ শুরু করা হবে।”

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় দুইজন নিহত

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর মহাসড়কের আলুকদিয়া বাজার এলাকায় বাসের ধাক্কায় দুইজন নিহত হয়েছেন। রোববার দুপুর সাড়ে ১টার দিকে আলুকদিয়া বাজারের অদূরে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা সদরের আলুকদিয়া ইউনিয়নের মনিরামপুর গ্রামের কাছারিপাড়ার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পারভীনা খাতুন (৪৫) এবং একই এলাকার ভ্যানচালক রমজান (২৮), তিনি আব্দুর রহমানের ছেলে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছেন পারভীনার পুত্রবধূ আনিকা খাতুন (১৮) এবং রাজাপুর গ্রামের ইসরাত জাহান (২৬)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে একটি পাখিভ্যান তিনজন যাত্রী নিয়ে আলুকদিয়ার দিকে যাচ্ছিল। আলুকদিয়া বাজারের নিকটে পৌঁছালে চুয়াডাঙ্গা থেকে আসা মেহেরপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাস পেছন দিক থেকে ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান পারভীনা খাতুন। গুরুতর আহত ভ্যানচালক রমজান ও অন্যান্য যাত্রীদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

সদর হাসপাতাল থেকে অবস্থার অবনতি হওয়ায় রমজানকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে পরিবারের সদস্যরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে চুয়াডাঙ্গার নয়মাইল এলাকায় শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে পুনরায় সদর হাসপাতালে ফেরত আনেন। বিকেল ৪টায় জরুরি বিভাগে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার পর বাসচালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস স্থানীয়দের সহায়তায় উল্টে থাকা বাসের নিচ থেকে পারভীনার মরদেহ উদ্ধার করে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, ঘাতক বাসটি জব্দ করা হয়েছে। নিহতদের ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা

মেহেরপুর–কুষ্টিয়া মহাসড়কে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৪

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তাসিম (২১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে মঠমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামে মোজাম্মেল হকের বাড়ির সামনে মেহেরপুর–কুষ্টিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাসিম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরামপুর গ্রামের আঃ লতিফের ছেলে।

আহতরা হলো-কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরাম গ্রামের রমজান আলীর ছেলে আকাশ (২০), একই গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে রাজা (২০) পিতা- মিজানুর রহমান ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিশকুন্ডি মিস্ত্রিপাড়ার মোটরসাইকেল চালক খোকনের ছেলে জিসান (২২) এবং তার সাথে থাকা আরও একজন অজ্ঞাত যুবক।

স্থানীয়রা জানান, আকাশ (২০), রাজা (২০) সহ চারটি মোটরসাইকেল খলিষাকুন্ডি থেকে বামন্দী পর্যন্ত রেস করতে করতে আসছিল। তারা একটি বাসকে ওভারটেক করার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিপরীত দিকের মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিলেন জিসান (২২)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষাকুন্ডি মিস্ত্রিপাড়ার আরো এক অজ্ঞাত যুবক।

হৃদয়বিদারক এ সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তাসিম। আহত হন আকাশ, রাজা, জিসান ও অজ্ঞাত যাত্রী। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চারজনই বর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।

এলাকার মানুষ অভিযোগ করে বলেন, মহাসড়কে মোটরসাইকেলের রেসিং

প্রায় নিয়মিতই ঘটে; কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।